Union Minister Dr. Jitendra Singh releases India's Arctic Policy in New Delhi today

March 17, 2022

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আজ নিউ দিল্লিতে ভারতের সুমেরু নীতি ঘোষণা করেছেন

মার্চ 17, 2022

ভারতের সুমেরুনীতি জলবায়ু পরিবর্তনের মত মানবজাতির পক্ষে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ-এর জন্য ভবিষ্যতের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে যাকিনা জন্য সমবেত ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার দ্বারা সামলানো যেতে পারে, বলেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং

ভারতের সুমেরুনীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা জগত, গবেষক সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং শিল্প সহ একাধিক স্টেক হোল্ডাররা যুক্ত থাকবে।

সুমেরুঅঞ্চলের সাথে ভারতের সম্পৃক্ততা ধারাবাহিক, বহুমাত্রিক এবং সকল মানব ক্রিয়াকর্ম সহ্যশীল, দায়িত্বপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক আইনের শ্রদ্ধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, সেটি এই দেশ পালন করে চলে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) আর্থ সায়েন্সেস; পিএমও, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ, ডক্টর জিতেন্দ্র সিং, আজ নতুন দিল্লিতে আর্থ সায়েন্সের সদর দফতর থেকে 'ভারত এবং সুমেরু: টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা' শীর্ষক ভারতের সুমেরু নীতি ঘোষণা করেছেন।

ভারতের সুমেরুনীতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে, ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারত গর্বের সাথে উত্তরমেরুর বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করা দেশগুলির একটি অভিজাত গোষ্ঠীতে যোগ দিতে অগ্রসর হয়েছে।

মেরুনিয়ে গবেষণা করা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে গিয়ে ডঃ সিং বলেন,ভারতের সুমেরু নীতি জলবায়ু পরিবর্তনের মত মানবজাতির পক্ষে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের জন্য ভবিষ্যতের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে যা সমবেত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার দ্বারা সামলানো যেতে পারে। ভারতের সুমেরুনীতি একটি কর্ম পরিকল্পনা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সুমেরু নীতি গ্রুপের সাথে জড়িত একটি কার্যকর শাসন ও পর্যালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ভারতের সুমেরু নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা জগত, গবেষক সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং শিল্প সহ একাধিক স্টেক হোল্ডাররা যুক্ত থাকবে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে সুমেরুর সাথে ভারতের সম্পর্ক এক শতাব্দীর আগের যখন প্যারিসে 1920 সালের ফেব্রুয়ারিতে 'স্বালবার্ড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং আজ ভারত সুমেরু অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গবেষণা করছে। তিনি বলেছিলেন যে ভারতীয় গবেষকরা তাদের ভর ভারসাম্যের জন্য সুমেরু অঞ্চলের হিমবাহগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহের সাথে তাদের তুলনা করছেন। ভারত সুমেরু সমুদ্রবিদ্যা, বায়ুমণ্ডল, দূষণ এবং জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণায় সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। বর্তমানে পঁচিশটিরও বেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে সুমেরু গবেষণার সাথে জড়িত। 2007 সাল থেকে আর্কটিক ইস্যুতে প্রায় একশত পিয়ার-পর্যালোচিত পত্রাদি প্রকাশিত হয়েছে। তেরোটি (13) দেশ সুমেরু কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক যার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালীয় প্রজাতন্ত্র, জাপান, নেদারল্যান্ডস, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, পোল্যান্ড, ভারত, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য। 2014 এবং 2016 সালে, কংসফজর্ডেনে ভারতের প্রথম মাল্টি-সেন্সর মুরড অবজারভেটরি এবং গ্রুভবেডেট, এনওয়াই অ্যালেসুন্ডে উত্তরের বায়ুমণ্ডলীয় পরীক্ষাগার, সুমেরু অঞ্চলে চালু করা হয়েছিল। 2022 সাল পর্যন্ত, ভারত সফলভাবে সুমেরু অঞ্চলে তেরোটি অভিযান পরিচালনা করেছে।

'ভারত এবং সুমেরু: টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা' শীর্ষক ভারতের সুমেরু নীতি ছয়টি স্তম্ভ স্থাপন করে: ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সহযোগিতা, জলবায়ু এবং পরিবেশ সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন, পরিবহন এবং সংযোগ, শাসন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, এবং সুমেরু অঞ্চলে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি। ভারতের সুমেরু নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা জগত, গবেষক সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং শিল্প সহ একাধিক স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকবে।

সুমেরু অঞ্চলে ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে। এটি সুমেরু কাউন্সিলে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ধারণকারী তেরোটি দেশের মধ্যে অন্যতম একটি উচ্চ-স্তরের আন্তঃসরকারি ফোরাম যা সুমেরু সরকার এবং সুমেরু অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যার সমাধান করে। সুমেরু অঞ্চলের সাথে ভারতের সম্পৃক্ততা ধারাবাহিক, বহুমাত্রিক এবং সকল মানব ক্রিয়াকর্ম সহ্যশীল, দায়িত্বপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক আইনের শ্রদ্ধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, সেটি এই দেশ পালন করে চলে।

ভারতের সুমেরুনীতির লক্ষ্য হল নিম্নলিখিত এজেন্ডাগুলিকে উৎসাহ প্রদান করা-
1. বিজ্ঞান এবং অনুসন্ধান, জলবায়ু ও পরিবেশ সুরক্ষা, সুমেরু অঞ্চলের সাথে সামুদ্রিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় জাতীয় সক্ষমতা এবং যোগ্যতাকে মজবুত করা।
2. সুমেরুতে ভারতের স্বার্থপূরণে আন্তঃমন্ত্রীস্তরীয় সমন্বয়।
3. ভারতের জলবায়ু, অর্থনৈতিক, এবং শক্তি নিরাপত্তার উপর আর্কটিকের সুমেরু অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বোঝাপড়া বাড়ানো।
4. বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পথ, শক্তি নিরাপত্তা, এবং খনিজ সম্পদের শোষণের সাথে সম্পর্কিত ভারতের

অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কৌশলগত স্বার্থের উপর সুমেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে আরও ভাল বিশ্লেষণ, ভবিষ্যদ্বাণী এবং সমন্বিত নীতিনির্ধারণে অবদান রাখা।
5. সুমেরু অঞ্চল এবং হিমালয়ের মধ্যে সংযোগ গবেষণা।
6. বিভিন্ন সুমেরু ফোরামের অধীনে ভারত এবং সুমেরু অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা গভীর করা, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান থেকে দক্ষতা অর্জন করা।
7. আর্কটিক কাউন্সিলে ভারতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং আর্কটিকের জটিল শাসন কাঠামো, প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন এবং অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে বোঝাপড়ার উন্নতি করা।

ভারতের সুমেরু নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা জগত, গবেষক সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং শিল্প সহ একাধিক স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকবে। এটি সময়সীমা সংজ্ঞায়িত করবে, কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেবে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করবে। গোয়ায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোলার অ্যান্ড ওশান রিসার্চ (এনসিপিওআর), ভূ বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ভারতের মেরু গবেষণা প্রোগ্রামের নোডাল প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে সুমেরু অধ্যয়ন।

ভারতের সুমেরু নীতি ভারত সরকারের আর্থ সায়েন্স মন্ত্রকের https://www.moes.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

নিউ দিল্লি

মার্চ 17, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.